REG. NO. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৯শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 13th March 1929. | ৩৮শ সংখ্যা।

## জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।


## মহাবল হালুয়া



অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী ভুঁইকুমড়া, আলকুশী, সালেমমিশ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও সর্ব্বধাতুপোষক উপাদান দ্বারা প্রস্তুত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, ওজঃক্ষয় স্মৃতিশক্তিহীনতা, বীর্য্যতারল্য প্রভৃতি রোগের বল, বীর্য্য, মেধা ও প্রাণবিবর্দ্ধক মহৌষধ শিক্ষক ছাত্র ও মস্তিষ্ক-চালনাকারিদিগের পরম সুহৃদ্। ২০ দিন সেবনোপযোগী আধ পোয়ার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি, এ।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

# হিলিংবাম

গত ৩৫ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

**ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।**

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস প্রভৃতির অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৹
" " ছোট শিশি ১৷৹

## স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন গরম আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষে স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো মাহমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

## গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
## কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।




কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

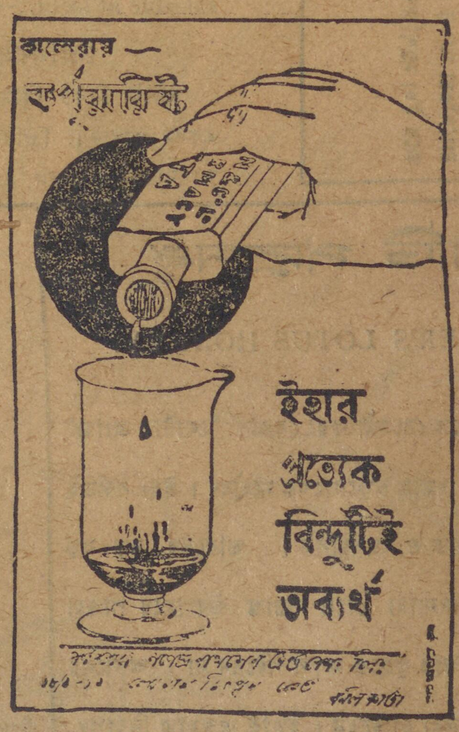

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে




কর্পূরারিষ্ট ঘর রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রপদ সেন।

## অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সূতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধসেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাদুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।



ডাঃ এন, এল, পালের

## সুদর্শন সার।

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ওযকৃতসংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ বার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাক্তার নন্দলাল পাল এণ্ড সন্স।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।


বেলজিয়ম ও ফরাসী দেশীয়

# প্রিমিয়ম বণ্ড

## সুদ ও লটারীর একত্র সমাবেশ।

সামান্য মূলধনে প্রতিমাসে লক্ষপতি এমন কি দশলক্ষপতি হইবার সুযোগ।

পুঁজি হারাইবার আদৌ আশঙ্কা নাই।

ব্যাপার খানা কি! দেখুন।

এতদ্দেশে যেমন 'ওয়ার বণ্ড', ক্যাস সার্টিফিকেট, কোম্পানির কাগজ, মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতি কিনিয়া লোকে টাকা খাটাইয়া থাকে, প্রিমিয়ম বণ্ড ফরাসী (ফ্রান্স) দেশে টাকা জমাইবার বা খাটাইবার একটী সুন্দর উপায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে—সুদের টাকা তো ছয়মাস অন্তর বা বৎসর অন্তর পাইবেনই উপরন্ত মাসে মাসে (কোন কোন বণ্ডে বৎসরে ছয়বার বা চারিবার) বণ্ডহোল্ডারগণের মধ্যে খুব মোটা টাকার প্রাইজ (লটারী বা সুরতি) গবর্ণমেণ্ট অফিসার ও বণ্ডহোল্ডারগণের সম্মুখে হইয়া থাকে। জাল জুয়াচুরি বা তঞ্চকতার ভয় নাই। সামান্য টাকায় বণ্ড কিনিয়া অনেকে অদৃষ্ট ফিরাইয়া লইতেছে। অনেক কাঙ্গাল

[ ৩ ]

বৎসর বৎসর লক্ষপতি হইতেছে। ভারতবর্ষের অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোক রাজা মহারাজা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসী (ফ্রান্স) দেশীয় এই প্রথা জানেন তাঁহারা কখনও অবিশ্বাস করেন না। ইহা উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত। বাঙ্গলার অধিকাংশ লোকই এই বণ্ডের বিষয় অবগত নহেন।

### প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদ পত্রের মতামত।

প্রিমিয়ম বণ্ড সম্বন্ধে বিলাতের 'ডেলীমেল' কি বলেন দেখুন।

"French and Belgian Corporations recognise that municipal loans are the legitimate source of invest-

[ ৪ ]

ment for the savings of the working man, they know how to make their loans attractive, and meet with well deserved success. All the Bonds are to bearer with interest coupons attached, and pass from hand to hand like bank notes without any transfer or legal formality of any kind. A Bond may even be paid away in settlement of an account, as it is always saleable at sight."—*Daily Mail.*

### প্রিমিয়ম বণ্ড লটারী টিকিট নহে।

লটারী টিকিট কিনিয়া যদি লটারীতে নাম না উঠে, আপনার টাকা একদম গরবাদ। প্রিমিয়ম বণ্ডে সে আশঙ্কা নাই। যত দিন না আপনার বণ্ড কোন একটী পুরস্কার না পাইল ততদিন অক্ষত হইয়া

[ ৫ ]

থাকিবে। বৎসর বৎসর সুদ পাইবেন। একটী পুরস্কার পাইলেই বাতিল হইল জানিবেন। পুরস্কার যাহা পাইবেন তাহা বণ্ডের "ফেস্ ভ্যালুর" দাম অপেক্ষা কম হইবে না। এই বণ্ড দান, বিক্রয় বেচা হস্তান্তর করা চলে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার পাওয়া যায়। যে ব্যাঙ্ক, যে এজেন্সী বা যে কোম্পানীর নিকট বণ্ড কিনিবেন তাহারাই উহা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবে। বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে বণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিলে বণ্ডে যে সুদ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বেশী সুদ দিতে হয়। ইহা দেনাদারের গরজই বলিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকার কম সুদে কোন কোম্পানি প্রায়ই বণ্ড বাঁধা রাখেন না।

[ ৬ ]

### কিস্তিবন্দী হিসাবে প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় খুব সুবিধা।

মনে করুন একখানি বণ্ডের দাম নগদ আশী টাকা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এক মুষ্টে ৮০৲ টাকা দিয়া বণ্ড ক্রয় করা অসম্ভব। যাহাতে সকল অবস্থার লোক প্রিমিয়ম বণ্ড কিনিতে পারে তজ্জন্য কিস্তিবন্দী হিসাবে ও বণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে নগদ মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দাম দিতে হয়। ৮০৲ টাকার বণ্ডখানি মাসিক দশ টাকা কিস্তিবন্দীতে লইলে ৯ মাসে ৯০৲ দিতে হয়। মাসিক ৫৲ হিসাবে কিস্তি করিলে ২০ মাসে ১০০৲ দিতে হয়। নগদ মূল্য দিবা মাত্র রেজিষ্টারী ইনসিওর যোগে বণ্ড পাঠান হয়। কিস্তিবন্দী হিসাবে লইলে একখানি 'কণ্ট্রাক্ট নোট' দলিল পাঠান হয়। উক্ত দলিলে আপনার প্রাপ্য বণ্ডের নম্বর উল্লেখ থাকিবে। এক কিস্তি বা দুই কিস্তি টাকা দেওয়ার পরই যদি উক্ত নম্বরের বণ্ড ড্রইঙে (লটারীতে) উঠে, তবে পুরস্কারের টাকা সমস্তই আপনি পাইবেন। কেবলমাত্র বাকি কিস্তির দরুন টাকা কাটিয়া রাখিয়া সমস্ত আপনাকে

[ ৭ ]

দেওয়া হইবে। সুতরাং গরীব গৃহস্থের পক্ষেও প্রিমিয়ম বণ্ড ক্রয় করা খুব কঠিন নয়। মাস মাস ড্রইঙের (লটারীর) ফল ছাপা হয়। যিনি যে কোন এক রকমের বা দুই কি তিন রকমের তিন খানা বণ্ড এক সঙ্গে লইবেন তিনি বৎসর মাসে মাসে উক্ত লিষ্ট ছাপা কাগজ বিনা মূল্যে বিনা খরচায় পাইবেন। তিন খানা অপেক্ষা কম সংখ্যক বণ্ডক্রেতাকে ফল জানিবার লিষ্ট পাইবার জন্য বৎসরে ৩৲ টাকা দিতে হয়। তবে ঈশ্বর করেন যদি আপনার বণ্ড ড্রইঙে উঠে তবে তৎক্ষণাৎ ঘরে বসিয়া বিনা ব্যয়ে খবর জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক ড্রইঙের পর আপনার বণ্ড-বিক্রেতা আপনার নম্বর মিলাইয়া দেখিয়া আপনার সুফল হইলে তখনই তার যোগে বা পত্র লিখিয়া জানাইবে। কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে বণ্ড বিক্রেতাকে নূতন ঠিকানা জানাইবেন। নচেৎ গোলমাল হইতে পারে। বণ্ড হারাইয়া গেলে টাকা পাইবার আশা নাই। কেননা বণ্ড না দেখাইলে পুরস্কারের টাকা কাহাকেও দেওয়া হয় না। বণ্ড-

[ ৮ ]

ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীগণ যিনি বণ্ড দাখিল করিবেন তিনি ঘরে বসিয়া টাকা পাইবেন। টাকা পাইবার কোন কষ্ট নাই বণ্ড দেখাইবা মাত্র টাকা।

এতৎসঙ্গে সর্বশেষে একখানি অর্ডার ফরম আছে উহা কাটিয়া লইয়া নগদ বা কিস্তিবন্দী যে ভাবে বণ্ড কিনিবেন তদনুযায়ী নগদ মূল্য, বা প্রথম কিস্তির টাকা মনি অর্ডার যোগে ও অর্ডার ফরম খানি পূরণ করতঃ খামের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। কয়েক প্রকার প্রিমিয়ম বণ্ডের বিবরণও এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল, যাহাতে ক্রয় করিবেন।

ঠিকানা
ম্যানেজার
প্রিমিয়ম বণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি
১৩২ বাগমারী ভিলা (ইষ্টার্ণ গেট)
কলিকাতা।


## খাঁটি পদ্মমধু

(SELLER'S LOTUS HONEY.)

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা সেলার্স "লোটাস ব্র্যাণ্ড" আসল পদ্মমধুই যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ। ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। ভারতের বড় বড় সহরে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। সাবধান সস্তার কুহকে নকল লইবেন না। আসলের জন্য "সেলার্স" বলিয়া চাহিবেন। ইহাই একমাত্র নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। চাহিলেই প্রশংসাপত্র সম্বলিত বিশেষ বিবরণ পুস্তিকা বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে পাইবেন। অদ্যই পত্র লিখুন।

বাথগেট এণ্ড কোং, কেমিষ্টস,
১৯নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



## সুলভে উৎকৃষ্ট জুতা

গঠনে ও স্থায়ীত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র প্রশংসিত।

ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণের এবং বালক বালিকাদিগের উপযোগী আধুনিক ফ্যাসানের সকল প্রকার জুতা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে, এবং অর্ডারানুযায়ীও তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ডব্লিউ, এস, ডসন এণ্ড কোং
মেইল অর্ডার ডিপার্টমেণ্ট—
১৪নং হেয়ার ষ্টীট, কলিকাতা।
খুচরা বিক্রয়ের ঠিকানা—
ই ৮৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।
ফোন—২৯৪০ কলিকাতা] [টেলি—এমব্রোকেস কলিঃ



শারদোৎসবে - - -
নূতন অলঙ্কার আপনার - -
প্রিয়জনকে প্রীতি সম্পাদন করিবে -

আমাদের আয়োজন, অভিজ্ঞতা,
পরিকল্পনা ও গঠন পারিপাট্য অতুলনীয়

## 'LIVETIME' হাতঘড়ি

সুদৃশ্য, সুলভ এবং সুন্দর সময়রক্ষক।

## ঘোষ এণ্ড সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স এবং ওয়াচ মেকার্স
১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন কলিকাতা—২৫৯৭
টেলিগ্রাম GHOSHONS'—Cal.

## কৃষিকার্য্যে অর্থাগম সুনিশ্চিত।

জগদ্বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশন্যাল হারভেষ্টার কোম্পানীর সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে চাষ এবং আবাদে যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে।

সকল প্রকার চাষ এবং আবাদের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাদি যথা। লাঙ্গল, মটোর ট্রাক্টর, কেরোসিন এঞ্জিন, আখমাড়া কল প্রভৃতির বিবরণ পুস্তকের জন্য আবেদন করুন।

ব্যাম্বেকার্স এণ্ড কো
( ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের এজেণ্ট। )
৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্স ৫০৭, কলিকাতা।

ভারতের একমাত্র সরবরাহকারক—
ভলকার্ট ব্রাদার্স।
( বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কলম্বো। )



বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস্‌এর
## চাঁদমার্কা পাচন

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

নূতন জ্বর এক দিনে পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে নিয়মিত সেবনে রোগের আক্রমণ ভয় থাকে না।

সর্ব্বত্র এজেণ্ট আছে।

সোল এজেণ্টস—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা



## অমৃত ও মাঙ্গলিক
কাঁচা তিল তৈল

মস্তিষ্কের পুষ্টি ও কেশের কান্তি এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে অদ্বিতীয়।

প্রতি পাইণ্ট—৸৵০ আনা মাত্র। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। বিক্রীর জন্য সর্ব্বত্র এজেণ্ট চাই। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে নমুনা পাঠান হয়।

বায়ু ও কেশের উপকারী "স্নিগ্ধ" ব্রাণ্ড সুবাসিত নারিকেল ও বাদাম তৈল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

দে ব্রাদার্স
১২৪নং বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



সুবর্ণ সুযোগ।
**MEMORY TABLET**
বা
## স্মৃতি বটী।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। একমাত্রা সেবনে স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়। দশ দিনের সেবনোপযোগী এক কৌটার মূল্য মাশুল সমেত ১।০ পাঁচ সিকা।

এজেণ্টস্‌ঃ—
এন্‌, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।



"আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল"

রেড ক্রশ
ক্যাষ্টর অয়েল
NATURE'S OWN HAIR GROWER

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৯শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৫ সাল।

## নিজেরে কেবলই করি অপমান।

—০—

'উন্নত হইবে যদি নত হও আগে'। কথাটি আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে আমরা অনেকেই শিখি নাই। নত হইলে উন্নত হওয়া যায় এ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। সেই কারণে আমরা বাল্যাবধি "হামসে দিগর নাস্তি" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা নিজের প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হইয়া থাকি। ফলে "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল" হইয়া পড়ি। চড়ুই হইয়া খঞ্জনের চালে চলি। নিজের সমকক্ষ, স্বজাতি বা স্বশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিতে মিশিতে ঘৃণা বোধ করি। উচ্চতর শ্রেণী ও উচ্চতর পদের লোকের সহিত মিলিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। ক্ষমতার অতিরিক্ত হইলেও উচ্চতর শ্রেণীর হাব-ভাব, উচ্চ শ্রেণীর চাল-চলন, উচ্চ শ্রেণীর মেজাজ এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি। তাঁহারা যে আমার মত লোকের সহিত মিলিতে ঘৃণা বোধ করেন, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা তখন থাকে না। আবার সমশ্রেণীর লোকেরাও অহঙ্কার ও দুরাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই তখন পর হইয়া যায়। যশঃ প্রার্থী হইয়া ক্রমশঃ অযশ অর্জ্জনই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে। সম্মানলাভ করিতে গিয়া পদে পদে অপমানিত হই। ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বন্ধু জ্ঞানে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে গিয়া তাঁহার দ্বারী, প্রহরী ও কর্ম্মচারীবর্গের নিকট অপমানিত হই। সম্মানলাভ করিব বলিয়া যেখানেই গিয়া প্রভুত্ব বিস্তারে চেষ্টা করি সেইস্থানে অপমান কালিমা মুখে মাখিয়া প্রত্যাগত হই। ইহার কারণ কি তাহা বেশ ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে না জানাই ইহার কারণ। "নিগুণো সাপের কুলো পানা চক্রই" এই অপমানের কারণ। গুণী লোক যতই নত হউক না কেন সাধারণে তাহার গুণ উপলব্ধি করিবেই করিবে। তিনি যতই নিম্ন স্থানে অবস্থিতি করুন না কেন লোকে তাঁহাকে মাথায় করিয়া তুলিয়া উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন—

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চভিদ্যতে ন চ নম্যতে।

নত হওয়া গুণী লোকের অন্যতম লক্ষণ।

## কমলাকান্তের পত্র।

—০—

সম্পাদক মহাশয়,

আমার তো দুধও নাই ঘৃতও নাই। এক ছিটা চণ্ডুতে টান মেরে আর একবার দয়া ক'রে এই পত্রখানি ছাপাবেন। না ছাপেন তো ব্রহ্মকোপ বরফে সুশীতল হইবেন।

প্রসন্ন! এই অর্দ্ধ শতাব্দী (শতাব্দি?) পরে রাজা ভোজ ছেড়ে গঙ্গা তেলীর আশ্রয় লওয়া দেখে খুব ভীত, স্তম্ভিত, বিস্মিত ও চঞ্চল হয়েছ, কেমন? আমি তোমাকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করিতাম কিন্তু এখন দেখছি তোমার বাপ-দাদারা ষাট্ বছরের কমে সাবালক হতো না একথা খুব সত্যি। বলি—তোমাদের গ্রামের যে বামুনকে দিয়ে চিঠি লিখে নিয়েছ, তাঁর ভাষাতে, তিনি চাটুয্যে না মুখুয্যে? এযে চেনা হাতের লেখা। বাপের নামও কি চাটুয্যে বলেন? হায়! হায়!! ইনিও বুঝি আমারই মত হারিয়ে খোইয়ে কাশ্যপ গোত্তর হলেন নাকি? বাপের নামও যদি চাটুয্যে বলেন তবে সতী-লক্ষ্মী মা আমার—একথা শুন্‌লে বড়ই কষ্ট পাবেন। মা বড় কষ্টে না খেয়ে এই হতভাগাকে মানুষ করেছিলেন। এ এখন চাটুয্যে বলে পরিচয় দেয়। আরও কত দেখবো। দীর্ঘায়ু হওয়া মহাপাপ।

গঙ্গা তেলীর আশ্রয় নিয়েছি কেন জান প্রসন্ন কাওকে বলোনা—ঘানী রিহার্সাল দেবার জন্য। তোমাদের সেই তথাকথিত চাটুয্যে মশা'য়ের নিজের ভাষায় ইহ-কালের দণ্ডবিধির দণ্ড অভ্যাস করার জন্য আর তাঁর তেলা মাথায় তেল দেবার জন্য এক আধটুক্ তেল, আর তোমার গরুর জন্য খৈল কিছু যোগাড় করার মতলবে।

তুমি তোমাদের তথাকথিত চাটুয্যে মশায়'কে পাকী আধ সের ঘৃত প্রণামী দিয়েছ এই চিঠি লেখার জন্য? মহাপাপ করেছ। একে তো চুল নাই যাও বা আছে তাও বুঝি ঘি খেয়ে যায়। খাঁটী দুধ না দিয়ে শুধু খাঁটী দিলেও এঁরা খুব খুসী হ'তেন।

সাধে পালিয়ে এসেছি প্রসন্ন! আমি তোমাকে ফাঁকী দিয়ে বিনা পয়সায় দুধ খেয়ে মনে কর্‌তাম আমি বড় চালাক, বড় বাক্যবাগীশ, লোকের চোকে ধূলো দিতে খুব সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এখন দেখছি আমার চেয়ে আত্মবঞ্চনায়, পরবঞ্চনায়, ভণ্ডামীতে আরও ওস্তাদ লোকের আবির্ভাব হ'য়েছে, কাজেই সেখানে কল্‌কে পেলাম না। আমি দুধের পয়সাই ফাঁকি দিয়েছি ইনি আবার ঝিকে খাটিয়ে মাহিনা দেন না, পূর্ব্বে পেট ভরে দুটো খেতে দিতেন এখন আধপেটা দিচ্ছেন। বেচারা বাকী মাহিনার মায়ায় স্থানান্তরে যেতে পারছেনা। আমি ছিলাম তোমাদের ওখানকার একের নম্বর ফেরারী ও ফলাহার-লোভী এঁরা আবার 'উস্‌সে বাড়িয়া'। জাত ভিন্ জাত, ধর্ম্ম বিধর্ম্ম মানেনা এ মুলুক থেকে ও মুলুক ছোটেন।

যদি মায়াময় কুয়াসা জাল দিয়ে এতকাল মানুষের চক্ষুকে ঢেকে রেখে এতদিনে নিজে হাতে সে মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলি তবে ত লোকের ধাঁধা কেটেই গেল, আত্মপ্রকাশ করেই ফেল্‌লাম তবে আর পাপ থাক্‌লো কিসে? দুধের দুধ জলের জল হ'য়ে গেল। তবুও ইহলোক পরলোক দুইলোকেই দণ্ডভোগ কর্‌তে হবে? ইহলোকের দণ্ড তো তোমার তথাকথিত চাটুয্যে মশা'য়ের একটু সুপারিশ পেলে কেটে যেতে পারে। পরলোকের দণ্ডটার জন্যে যখন ধর্‌বে প্রসন্ন তখন তোমার চাটুয্যে মশায়কে একবার আমার সঙ্গে পাঠাতে পার্‌বে? বড় একটা কৌন্সলী টৌন্সলী দিয়ে যদি খালাস পাই। তোমার চাটুয্যে রোবা পাবে, খাঁটি নিশ্চয়ই।

আজকাল আমাদের অন্যান্য অভাবের মধ্যে বিনয়ের অভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিনয় গুণ হারাইয়াই আমরা পদে পদে অপমানিত হইতেছি।

ড্রইং রুম, চেয়ার টেবিল, দামিনী ভামিনী সব সত্যি প্রসন্ন! সব সত্যি!! তোমার চাটুয্যে যে সেবার কাকে ভর্ত্তি কর্‌তে এসে সব দেখে গেছে। আমি যেমন ফাঁকি দিয়ে তোমার দুধ খেতাম তোমার চাটুয্যে তাঁর এক আত্মীয়কে আর এক বেচারা রাখাল না বাগাল কি নাম তাকে জামিন রেখে ধারে কাজ বাগিয়ে আর উপুর হাতও করেননি, একজিবিসনের সময় এসে তাঁদের ওধার মুখোও হননি। আমার স্থান পূরণ করা দূরে থাক এই চাটুয্যে আমার ওস্তাদের ওস্তাদ হ'বার যোগ্য।

আফিং ছেড়ে সাধে চণ্ডু ধরেছি, প্রসন্ন! ঐ চাটুয্যেরই একটা স্নেহের অন্তরঙ্গ ছোঁড়া একদিন কল্লে কি প্রসন্ন, আমার খাদ্য অহিফেন যতটা পার্‌লে ততটা গিলে ফেল্লে। কি জানি রাগ না অভিমান কি হ'য়েছিল। থর্ থর্ ক'রে কাঁপি প্রসন্ন! মনে হলো ইহকালের দণ্ড বুঝি আরম্ভ হলো। চাটুয্যের সব তথাকথিত ফ্রেণ্ডো, কেলাস ফ্রেণ্ডো, গেলাস ফ্রেণ্ডো সব জুটে গেল। মহামারী কাণ্ড, ইহকালের দণ্ডের কর্ত্তা তখন সেইখানে উপস্থিত। তখন তাঁর সঙ্গে তোমার চাটুয্যের এতটা আনুগত্য জন্মেনি। কেহ সত্য, কেহ অর্দ্ধ সত্য, কেহ অসত্য, কেহ আমসত্য, কেহ নিম সত্য বলে ঝাড়াফুঁকা লাগিয়ে দিলে। তোমার চাটুয্যে ত জলপন্থের যাত্রী এবার স্থলপন্থের মহিমা বুঝলেন। না খেয়েই দিব্যচক্ষু লাভ হলো। যাকে খুব অন্তরঙ্গ ফ্রেণ্ডো জান্‌তেন তিনি ১০০৲ টাকা মজুরী চেয়ে বস্‌লেন। ইনি সাধেন, উনি সাধেন, ভবী ভুলিবার নয়। তোমার চাটুয্যেকে তিনি চেনেন। শেষে চাটুয্যের তো ভাঁড়ে মা ভবানী। রাখলা ছোঁড়া এর কাছে তার কাছে দুই পাঁচ ক'রে ৫০৲ টাকা দিয়ে রাজী কর্‌লে। তোমার চাটুয্যে বোধ হয় তাও উপুর হস্ত করেননি। কোথা আমি লাগি প্রসন্ন? নিজের ঢাক নিজে আমি বাজাই খুব। জানতো—খালি কলসী ভোঁ ভোঁ করে। তোমার চাটুয্যে তো খুব ভরন্ত কলসী। তিনি তাঁর নিলামপুরের বাড়ীতে এক ডাক্তার যোগী না সন্ন্যাসীকে খাইয়েছিলেন, কত কি না জানি, সামুক, গুগ্‌লী, শুসুনি, কলমী ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর ডাক্তার যোগী সন্ন্যাসী বল্লেন অ্যাঁ! এ আপ্‌নার বাড়ীর তৈরী নাকি? অ্যাঁ! আমার পাড়াগাঁ সম্বন্ধে "আইডিয়া" বদলিয়ে দিলেন। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা এমন "ইংলিশ সামুক" "ফ্রেঞ্চ গুগ্‌লী" "আইরিশ শুসুনি" কুক্ কর্‌তে পারে? আমার পরোপকারিতার সার্টিফিকেটও তেমনি প্রসন্ন! তেমনি! তোর চাটুয্যেকে বলিস্ ফির্‌বো, মাঝে মাঝে তাঁদের সুখের দশাটা দেখতে যাব। আমাকে লোক চক্ষে হেয়, ঘৃণিত, তুচ্ছ করবার যত পন্থা থাকে তোর চাটুয্যেকে বা তাঁর যত কেলাস্ ফ্রেণ্ড, গেলাস্ ফ্রেণ্ড, গ্রীনরুম ফ্রেণ্ড, টিচিং ফ্রেণ্ড, চিটিং ফেণ্ড, সবকে একত্র হ'য়ে লাগতে বলিস্। আমি পশ্চাৎপদ নহি। আজ এই পর্য্যন্ত। পরে আবার দেখা যাবে।

## প্রবাসীর পত্র

—০—

সম্পাদক মহাশয়,

শুনিলাম ষাঁড় আবার আসিতেছেন। যে ষাঁড়ের জন্য 'ষাঁড়ে ষাঁড়ে কত লড়াই' হইয়া গেল সেই ষাঁড় পুনরায় আসিতেছেন।

গোজাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভাল ষাঁড় রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য কিন্তু দেশব্যাপী এই দারিদ্র্যের মধ্যে তাহা সম্ভবপর নয় বলিয়া মিউনিসিপালিটী তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। মিউনিসিপালিটীকে ধন্যবাদ।

যাক্ এবার ষাঁড় আসিলে জঙ্গিপুরে ভাল গরু পাওয়া যাইবে। বেশী দুধ পাওয়া যাইবে। দুধ সস্তা হইবে। দুধ সাত্ত্বিক আহার। সুতরাং সকলে দুধ খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা করিবে। সকলপ্রকার কলহ বিবাদের মীমাংসা হইবে, এমন কি হিন্দুমুশলমান-সমস্যারও আর পুনরায় আশঙ্কা থাকিবে না।

ষাঁড় আসিতে না আসিতেই আমরা তাহার আভাষ পাইতেছি। মিউনিসিপালিটীর মুশলমান সভ্যগণ গো-জাতির রক্ষার্থে ও উন্নতিকল্পে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ দেখাইয়া-

ছেন। আবার মিউনিসিপালিটীর হিন্দু কর্ণধারগণও মাত্রাসার জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

অবশ্য মুশলমানগণের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করা হিন্দুদের সর্ব্বথা উচিত। কিন্তু আইনজ্ঞেরা বলিতেছেন যে মিউনিসিপালিটী কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন।

তবে আইন ত থাকে পুঁথিতে, ব্যাখ্যা করেন আইন-বেত্তারা। সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও মাথাঘামানর কোনও প্রয়োজন দেখিনা।

আপনাদের ষাঁড় আসিতেছে শুনিয়া আমি এই প্রবাসে বসিয়াই আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিপুলদেহভার লইয়া সহরের পথ দিয়া যখন ষাঁড়টী যাতায়াত করিবে তখন আপনারা গোজাতির তথা স্বজাতির উন্নতির কথা ভাবিয়া দুই এক ফোঁটা আনন্দাশ্রুপাতও করিতে পারেন।

বিশাল শরীর লইয়া ষাঁড় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আপনাদের দুগ্ধ-সমস্যা ও কৃষি-সমস্যার সহজ সমাধান করিতে থাকুন। তবে একটু সাবধানে থাকিতে হইবে, কি জানি নীতিবিৎ চাণক্য শৃঙ্গিগণকে বড় একটা কাছে রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবার যিনি মূর্খ রাজপুত্রগণকে politics শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন সেই বিষ্ণুশর্ম্মাও ষাঁড়ের গর্জ্জনকে "প্রলয়-ঘন-গর্জ্জিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের উপদেশ ও বর্ণনা একেবারে উড়াইয়া দিবেন না।

জঙ্গিপুর বাণীর সকল সংখ্যাগুলিই পাইয়াছি। এ বেচারা প্রবাসীর উপর এত আক্রোশ কেন? সত্যকথা বলিতে গেলে মানুষ যদি শ্রবণশক্তিবিহীন ও দুর্বিনীত হয় তবে এই প্রবাসী দোষী বটে। তবে 'ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল' প্রভৃতি আখ্যা সাহিত্যানুমোদিত সুবিনীত ও সুভাষিত! পরদোষদর্শিতা যদি দোষ হয় তবে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিব বলিয়া "নিবেদনে"র কলেবর বৃদ্ধি করার কি প্রয়োজন ছিল?

প্রবাসীর উপর অযথা ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া জঙ্গিপুর বাণী অনুগ্রহপূর্ব্বক বাণীর যথার্থ উপাসনা করিলে কৃতার্থ হইব, অন্য দশজনেরও উপকার হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণের ণত্ব বিধান ও লিঙ্গ নির্ণয় পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি। "নগরযায়িণী" ও "বিষপায়িণী" এই উভয় শব্দেই ণত্বের কারণীভূত 'র' ও 'ষ' আছে কিন্তু জ্ঞান-লোচন-দায়িনীতে কি আছে সেটা না দেখিয়াই ব্যাকরণকৌমুদীর দোহাই দিলে অজ্ঞলোকে ভুলিতে পারে কিন্তু যে শিশু ণত্ব বিধান আয়ত্ব করিয়াছে সেও সন্তুষ্ট হইবে না। "সংবাদ" শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ নহে পুংলিঙ্গ আশা করি লেখক আর এরূপ গভীর লিঙ্গজ্ঞানের পরিচয় দিবেন না। লেখক বোধ হয় লিঙ্গ শব্দের ব্যবহারের দ্বারা রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা রসিকতা নহে কদর্য্য অশ্লীলতা মাত্র।

জনৈক প্রবাসী।

---

## প্রাপ্ত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংবাদ আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ১০ই মার্চ্চ ১৯২৯ ধুলিয়ান ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীগণ জনসভায় সম্মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছে।

১। এই সহরের ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীগণ জনসভায় সম্মিলিত হইয়া তাহাদের এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে জাতীয় সম্মান মর্য্যাদা ও জাতীয় স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। দেশে প্রচলিত বর্ত্তমান শাসন প্রথার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদল সম্মেলন কমিটীর প্রস্তাবিত ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা দরকার।

২। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবারে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনের দিকে বিশেষ মনযোগ দিতে হইবে ও খদ্দর ফেরী করিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক মাসের প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনের আন্দোলন চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেক মাসের প্রত্যেক তৃতীয় রবিবারে কুস্তি ড্রিল ও লাঠি খেলা ও অন্যান্য জাতীয় খেলা ধুলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল খেলায় সকল শ্রেণীর লোক সকলকে আহ্বান করিতে হইবে।

৫। ।০ আনা চাঁদা লইয়া কংগ্রেসের মেম্বর করিতে হইবে।

৬। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে হইবে।

৭। গত ৪ঠা মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৮। ধুলিয়ান থানার অন্তর্গত সাব-কমিটিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

৯। ধুলিয়ান কংগ্রেস কমিটীর পুনর্গঠন হয়। যথা—

(১) শ্রীবসন্তকুমার সরকার, সভাপতি।
(২) শ্রীহজরত আলি বিশ্বাস, সহঃ সভাপতি।
(৩) শ্রীযুগলকিশোর রায় চৌধুরী, সেক্রেটারী।
(৪) শ্রীআহাম্মদ হোসেন সেখ, সহঃ সেক্রেটারী।
(৫) শ্রীঋষিরঞ্জন রায় চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ।
(৬) শ্রীশৈলেশচন্দ্র চৌধুরী, হিসাব পরীক্ষক।
(৭) শ্রীমুরলীধর গুপ্ত, ক্যাপটেন।
(৮) শ্রীজলিল সেখ, সহঃ ক্যাপটেন।
(৯) শ্রীতিনপত সিংহ বয়াদ, (১০) শ্রীনিমচাঁদ বয়াদ, (১১) শ্রীচাঁদমল সেরাওগী, (১২) শ্রীযমুনালাল সেরাওগী, (১৩) শ্রীধন্নালাল সেরাওগী, (১৪) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ কবিরাজ, (১৫) শ্রীরামনারায়ণ মেমানী, (১৬) শ্রীবনমালী দাস, (১৭) শ্রীমণিলাল ঠাকুর, (১৮) শ্রীমহবৎ আলি বিশ্বাস, (১৯) শ্রীরামনাথ শর্ম্মা।

---

## বিবিধ সংবাদ।

গত ২৮শে ফাল্গুন বৈকালে বালিঘাটার স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র দাস (ঝড়ু বাবু) মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা সারদা সুন্দরী দাসী পরলোকগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

---

গত ২৫শে ফাল্গুন শিবচতুর্দ্দশীর ব্রত উপবাসের দিন বন্যেশ্বরের মন্দিরে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। জঙ্গিপুরের মহকুমা হাকিম মেলায় উপস্থিত ছিলেন। সাগরদীঘি থানার পুলিশ ও কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত থাকিয়া মন্দিরে প্রবেশ ও বহির্গমনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরদিন বৈকালে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় যাত্রীদের ভীষণ কষ্ট হইয়াছিল। মেলায় বহু দোকানদার গিয়াছিল ঝড় বৃষ্টির জন্য তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

---

কাঙ্গালী ভোজন। গত ২৫শে ফাল্গুন শনিবার বৈকালে ৺গঙ্গাধর সাহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় ৮৯ শত কাঙ্গালীকে অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোজন করান হইয়াছিল। ভোজনান্তে প্রত্যেককে ⁄০ আনা হিসাবে পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা দেওয়া হইয়াছিল।

---

দোল উৎসব। আগামী দোল পূর্ণিমার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন চারি দিবস নিমতিতার চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় খুব ধুমধাম হইবে।

১২ই চৈত্র সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় স্বর্গীয় পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "বঙ্গে রাঠোর" ১৩ই চৈত্র "নর-নারায়ণ ও ১৫ই চৈত্র 'রামানুজ' অভিনীত হইবে।

---

নূতন সাঁকো। জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর ম্যাকেঞ্জি পার্ক যাইবার রাস্তায় দুইটী ছোট ছোট সাঁকো নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভাইস চেয়ারম্যান বাবু জয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে উক্ত নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

---

মিউনিসিপালিটীর সমস্ত রাস্তায় অত্যন্ত ধূলা হইয়াছে। বিশেষতঃ যে রাস্তায় মোটর বাস ও গোগাড়ীর চলন খুব বেশী সেই সকল রাস্তার ধারের ঘরগুলিতে একটু বাতাস হইলেই থাকা দায়। দুবেলা রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

---

জঙ্গিপুরের সাবডেপুটী বাবু জিতেন্দ্রিয় মুখোপাধ্যায় রাজসাহী জেলায় বদলী হইলেন।

---

### চিত্রগুপ্তের খতিয়ান।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর এলাকায় গত ৯।৩।২৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে জন্ম ৪। ২ পুরুষ, ২ স্ত্রী। মৃত্যু ২; পুরুষ ২, জ্বরে ২।

---

### পরলোকে রজনীকান্ত।

—০—

গত ২৮শে ফাল্গুন মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জের সুবিখ্যাত ডাক্তার রজনীকান্ত সেন মহাশয় পাটনা সহরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এককালে রজনী বাবুর সমকক্ষ চিকিৎসক এখানে ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। রোগ নির্ণয় এবং রোগাপনয়ন বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। রজনী বাবু রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেই যেন রোগীর মনে সাহস এবং জীবনীশক্তির সঞ্চার হইত তাঁহার প্রতি সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি ছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি এখানে আগমন করেন এবং ক্রমশঃ চিকিৎসা নৈপুণ্যে বিশেষ প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততি নাই। রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার দুর্গামন্দির তাঁহার একটি স্থায়ী কীর্ত্তি। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে রজনী বাবু নানা-প্রকার জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু হারাণচন্দ্র সেন খুল্লতাতের সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে নিজ কর্ম্মস্থল পাটনা সহরে লইয়া যান। যিনি সুদীর্ঘকাল বহুলোকের রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিয়া বহু মুমূর্ষুকে মৃত্যুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন সেই ধন্বন্তরিকল্প রজনী বাবু জরাজীর্ণ পরিক্লান্ত দেহভার পাটনা সহরে রাখিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। হারাণ বাবু পুণ্যভূমি কাশীধামে রজনী বাবুর শবদেহের সৎকারাদি কার্য্য করিয়াছেন। শান্তিদাতা ভগবান তাঁহার শোক সন্তপ্ত বিধবা পত্নী ও পরিবারবর্গের মনে শান্তি দেন এই আমাদের কামনা।

---


## ব্যানার্জ্জী আর্ট গ্যালারী।

প্রিয়জনের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া অদ্যই একখানা ফটো তুলিয়া লউন, বিলম্বে আপশোষ করিতে হইবে। আমরা অতিশয় যত্নসহকারে ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ৫০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। অর্ডার পাইলে মফঃস্বলে গিয়া ফটো তুলিয়া আসি। মূল্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম। স্কুলের ছেলে, শিক্ষক ও সাধারণ সভা সমিতির ফটো সুবিধায় তুলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া সকল রকম ছবি বাঁধাই ও সকল রকম অক্ষরে সাইনবোর্ড লেখা হয়। নিম্নঠিকানায় আসিলে বা পত্র লিখিলে সমস্ত দর জানিতে পারিবেন।

বিনীত—অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফটোগ্রাফার (গোল্ড-মেডেলিষ্ট)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!! আনন্দ সংবাদ!!!

## নূতন সাইকেল ও সরঞ্জামের দোকান।

### এইচ, কে, মুখার্জ্জী

ষ্টোন কোয়ারী হোণ্ডার সাইকেল মারচেণ্ট ইম্পোর্টার ও এক্সপোর্টার

হরিণডাঙ্গা বাজার (ষ্টেশনের সন্নিকট।)

পাকুড় (ই, আই, আর, লুপ লাইন)

এইখানে সকল রকম বি, এস, এ, র‍্যালে, হারকিউলিস, হাম্বার সাইকেল, পার্টস্ ও সরঞ্জাম, টায়ার, টিউব প্রভৃতি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

কলিকাতা হইতে সাইকেল ভি, পিতে না লইয়া এখানে আসিয়া স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখিয়া পছন্দ মাফিক জিনিষ কলিকাতা হইতে আনার অপেক্ষা অনেক কম খরচে লইয়া যাউন।

### নিউ সেলুলয়েড

মডেল ডি লুক্স সাইকেল।

হ্যাণ্ডেলবার, হাপ, ব্রেক, পেডালের অংশ যাহা মরিচা ধরিয়া শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় সে সব অংশে নিকেলের উপর সেলুলয়েড দিয়া মোড়া। মফঃস্বলের রাস্তার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ১নং ৮৫৲ ২নং ৮০৲ ৩নং ৭৫৲ ৪নং ৭২৲ মাত্র। অন্যান্য সাইকেল ৫০৲ হইতে তদূর্দ্ধ। দোকানদার ও সাইকেল মেরামতকারীদিগকে পাইকারী দরে মাল দেওয়া হয়। এখানে সকল সাইকেল, ষ্টোভ, গ্রামোফোন, পাঞ্চলাইট, হারমোনিয়ম প্রভৃতি মেরামত ও ষ্টোভে রং করিবার কারখানা সুদক্ষ মিস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে খোলা হইয়াছে।

মূল্য সুলভ—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সঙ্গীত সাধনার যোগ্যতম উপাদান

## গোল্ড মেডেল হারমোনিয়ম

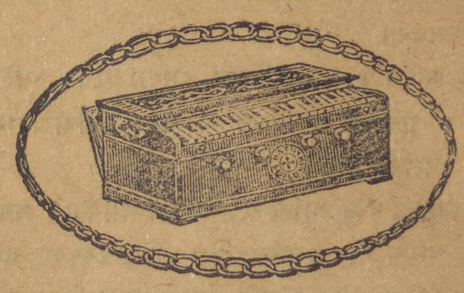

প্রত্যেক পর্দ্দার এক একটী নিখুঁত সুর গায়কের হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সঙ্গীতকে আরও মধুর করে তোলে, আর সেই সুরে শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে।

পত্র লিখিলে ক্যাটলগ পাঠান হয়।

### ন্যাশন্যাল হারমোনিয়ম কোং

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তারের ঠিকানা—'মিউনিসিয়ানস' ফোন—কলিকাতা ৩৯৫৮

## —সুরবল্লী কষায়—

—সুস্বাদু, খেতেও কোন হাঙ্গামা নাই—

**দৌর্ব্বল্য**

রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য সুরবল্লী কষায় বিশেষ উপযোগী কারণ এই সালসায় এমন সব উপাদান আছে যা'তে স্নায়ু ও মাংসপেশী বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হয়। প্রত্যেক শিশির সঙ্গে মাত্রা ও পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

**চর্ম্মরোগ**

খোস পাঁচড়া চুলকানি ইত্যাদি রোগে দূষিত রক্ত পরিষ্কারের জন্য সালসা ব্যবহা হ'লে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করবেন। এই সালসা সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রত্যেক দিন আমাদের ঔষধালয়ে প্রস্তুত হয়।

সুরবল্লী কষায় সব ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এক শিশি ১৷৷০ টাকা তিন শিশি ৩৸০ আনা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।

## 'সত্যের জয়'

## "মোহিনী"

### বিড়ির নকল হাইকোর্টের বিচারে বন্ধ হইল

বর্ত্তমান সময়ের যুগে, জনসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের আদর করেন না; গুণেরই সমাদর করিয়া থাকেন। বিড়ী অনেকেই প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালাইতেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নগরে বা সুদূর পল্লীতে "মোহিনী" বিড়ীর ন্যায় সমাদর আর কোন বিড়ী এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। ইহার কারণ মোহিনী বিড়ীর ন্যায় সুন্দর সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর বিড়ী আর নাই। দরিদ্র বা অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই, এই বিড়ী ধনী, শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী এবং সকলেই বিলাতী সিগারেট ফেলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। মোহিনী বিড়ীর অসাধারণ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া প্রতারকগণ আমাদের মোহিনী লেবেল নকল করিয়া অতি নিকৃষ্ট বিড়ীতে লাগাইয়া মোহিনী নামে কলঙ্কারোপ এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের এবং আমাদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি করিতেছিল। সহৃদয় গ্রাহকগণ এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় অনন্যোপায় হইয়া নকলকারী ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং এবং রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোম্পানীর) বিরুদ্ধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুবিচারে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে আমরাই মোহিনী বিড়ীর একমাত্র প্রস্তুতকারক এবং স্বত্বাধিকারী। উক্ত ভাইলাল ভিকাভাই এণ্ড কোং ও রোমজান আলীর (ভোলামিঞা এণ্ড কোং'র) প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট হইতে এরূপ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Permanent injunction) প্রচারিত হইয়াছে যে যদি উহাদের কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ীর লেবেলের অনুকরণ বা নকল লেবেল দিয়া কোন বিড়ী বাজারে প্রচলন করে তাহা হইলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যদি কেহ আমাদের মোহিনী বিড়ী লেবেলের কোনও নকল লেবেল ব্যবহার করেন—তাহাতে মোহিনী নাম, মোহিনী লেবেলের ছবি কিম্বা ২৪৭ নম্বর একক বা একসঙ্গে বা অন্য কোনও কথা, অক্ষর বা নম্বরের সহিত থাকুক বা না থাকুক—তিনিই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

সহৃদয় গ্রাহকগণ ক্রয়কালীন মোহিনী লেবেল, ২৪৭নং এবং আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন। সন্দেহ হইলে দয়া করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং নকল লেবেল ধরাইয়া দিলে বিশেষ পুরস্কৃত করিব। নিকটস্থ কোনও দোকানে যদি মোহিনী বিড়ী না পান আমাদিগকে জানাইলে মোহিনী বিড়ী সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বিনয়াবনত—

মুলজি সিক্কা এণ্ড কোং

হেড আফিস:—৫১নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্যাক্টরী:—মোহিনী বিড়ী ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া, (সি পি,)

বিনা মূল্যে ! বিনা মূল্যে !! বিনা মূল্যে !!!

## শ্বেতকুষ্ঠ (ধবল)

আমাদিগের আফিসে আসিয়া দেখাইলে বিনা মূল্যে শ্বেত কুষ্ঠের একটী ছোট সাদা দাগ আরাম করিয়া দেওয়া হয়। ।৹ চারি আনা পাঠাইলে নমুনা স্বরূপ ঔষধ ডাকযোগে পাঠান হয়। মূল্য ছোট শিশি ২৲ টাকা। বড় শিশি ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ পাঁচ আনা।

গলিত কুষ্ঠের রোগীকেও পত্রের দ্বারা আরোগ্য করা হয়।

## জ্বরের জন্য সুমিষ্ট ঔষধ।

অতি সুমিষ্ট। অতিশীঘ্র জ্বর আরোগ্য হয় এবং বলবৃদ্ধি করে।

## সুমিষ্ট প্রাণসঞ্জীবনী।

এক দিনেই সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য করিয়া দেহে বলবৃদ্ধি করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও দান্ত পরিষ্কার পূর্ব্বক সাত দিনের মধ্যে শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে। ৭ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ॥৵ আনা। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা।

## বৃদ্ধ কেন ?

রাজবৈদ্য চুলের কলপ।

লাগাইলে সাদা চুল ঘোর কাল, মসৃণ ও চিক্কণ হয় এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রমরের ন্যায় কাল থাকে। মূল্য বড় শিশি ১৵ টাকা। ছোট শিশি ॥৵ আনা। ডাকমাশুল ১ হইতে ৩ শিশি ।৵ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনার শিশি বিনা খরচে পাঠান হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীবামনদাসজী কবিরাজ।

১৫২, হারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

তার পাঠাইবার ঠিকানা—"রাজবৈদ্য", কলিকাতা।



MOTOR CARS MOTOR BUS

## THE NEW FORD.

### নূতন মডেল ফোর্ড কার

এবারে আসিয়াছে।

ইহাতে স্পোক হুইল, চারি চাকায় ব্রেক ও শক্ এবজরভার এবং গিয়ারযুক্ত ইহার ডিজাইন সম্পূর্ণ নূতন। সম্মুখে পশ্চাতে বাম্পার, স্পীডো-মিটার, মাইল মিটার, আম্ মিটার, পেট্রল মিটার, ষ্টপ লাইট, ড্যাস লাইট ইত্যাদি নানারূপ নুতনতর ফিটিংস্ দ্বারা সুসজ্জিত।

এরূপ সর্ব্বসুন্দর গাড়ী এত অল্প দামে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিক্রয় হয় নাই।

ইহা ৪০ ঘোড়ার ক্ষমতাযুক্ত, ঘণ্টায় ৬০ মাইল স্পীড্ এবং এক গ্যালন পেট্রলে ৩০ মাইল রাস্তা যাইবে।

দাম—২৪৫০৲ টাকা। কিস্তি করিয়া টাকা দিবার উত্তম ব্যবস্থাও আছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেন্টস্কে পত্র লিখুন বা এখানে আসিয়া গাড়ীতে চড়িয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

Ford SALES AND SERVICE

বনয়ারীলাল মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স।

খাগড়া পোঃ ( মুর্শিদাবাদ )



## বিশুদ্ধ বাদাম তৈল

এই বাদাম তৈলে কোন প্রকার খনিজ তৈল ( হোয়াইট অয়েল ) মিশ্রিত নাই। যত প্রকার বাদাম তৈল বাজারে চলিতেছে তার মধ্যে আমাদের বাদাম তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। প্রত্যেক শিশি ও বোতলের গায়ে লাল লেবেলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া আছে। কেহ আমাদের বাদাম তৈলে ভাজাল বাহির করিতে পারিলে ঐ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্রয়কালিন আমার নামযুক্ত লেবেল দেখিয়া লইবেন।

ডি, এন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

৩১।৩৩ মুর্গিহাটা, কলিকাতা।



শতপুটের

## লৌহ ও অভ্রভস্ম

।৹ পোয়া ২৲ টাকা।

অজীর্ণে—ভাস্কর লবণ ।৵০ পোয়া ৸০ আনা। মহাশঙ্খবটী ৫০ বটী ॥০ আনা, রামবাণ ১০০ বটী ৸০ আনা।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে—মদনানন্দমোদক ।৹ পোয়া ১৲, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ৭ বটী ৸০ আনা।

কাসে—চন্দ্রামৃতরস ৫০ বটী ১॥০ টাকা, চ্যবনপ্রাশ ।১ সের ৩৲ টাকা।

ঠিকানা:—

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিভূষণ

গঙ্গাধর নিকেতন, মালদহ।



## গহনার দোকান।

আমরা সর্ব্বপ্রকার চাঁদি ও সোণার গহণা অল্প মজুরীতে সত্বর তৈয়ার করিয়া দিতেছি। ৺পূজা আসিতেছে এ সময়ে যাঁহারা গহনা তৈয়ার করাইবেন তাঁহারা আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ দিয়া থাকি ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

গাঁজার দোকানের পার্শ্বে।



বসাকের "চেষ্টার জল—চেষ্টার ফল"

## বসাক ও কহিনূর ট্রাঙ্ক।

যাহা সমগ্র ভারতে কেহ পারিল না, বসাক তাহা সাধন করিয়াছে। কেবল এই ট্রাঙ্কগুলি নহে, এই সমস্ত ট্রাঙ্ক প্রস্তুতের মেসিনগুলি পর্য্যন্ত বসাকের নিজ উদ্ভাবিত এবং নিজ কারখানায় প্রস্তুত।

ইহাদের ডালার উপরে তিন অঙ্গুলি অন্তর যে সকল আধ গোলা ডাঁসা আছে, উহাদের প্রত্যেকটী আধ মণ ওজনেরও বেশী ভার সহিতে পারে। আবার সমস্ত গায়ে তলা পর্য্যন্ত ঘন ঘন "চুরি" তোলা।

তুলনায় ইহার মত দেখিতে সুন্দর, মজবুত ও সস্তা ট্রাঙ্ক আর নাই।

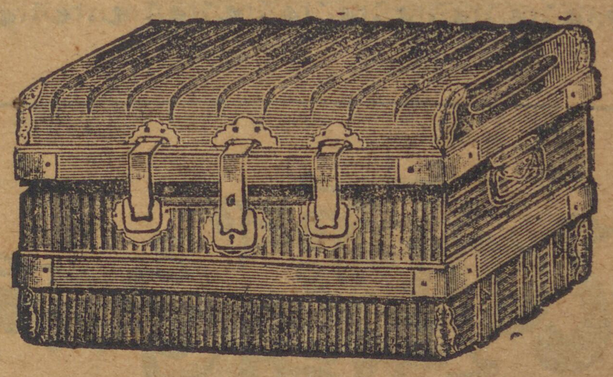

কহিনুর ১নং ট্রাঙ্ক।

বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রহ্মদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফের ঠিকানা—"সিন্‌কোনা" কলিকাতা।

ফোন নং ২১৮৩, বড়বাজার।



## ইকনমিক ফার্ম্মেসী

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ড্রাম ।৫, ।১০

পোষ্টবক্স—৬৪৩ ] [ টেলিগ্রাম—সিমিলিকিওর

চিকিৎসার বাক্স—১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪, এবং ১০৪ শিশি ঔষধ। একখানি গৃহ চিকিৎসার পুস্তক ও ফোঁটা ফেলা যন্ত্রসহ মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩॥০, ৫।০, ৬।৵০, ৮৸৵০, ১০৸৵০। ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক, সুগার অফ্ মিল্ক, গ্লোবিউল, শিশি, কর্ক, থার্ম্মোমিটার ইত্যাদি সুলভ।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার সময় কি দেখা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য হচ্ছে, কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয়। কিন্তু বাজারের নানা প্রকারের মুগ্ধকর বিজ্ঞাপনে মোহিত হইয়া অযথা অর্থব্যয় করতঃ মনঃকষ্টে দিন যাপন করেন। খাঁটী ও মূল্যবান দ্রব্যাদি চিনিতে না পারিয়া, শরীরের সার পদার্থগুলি নষ্ট করিয়া ফেলেন। অর্থ ব্যয় সাফল্য করিবার জন্য নিম্নে কয়টী পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিলাম। ইহা বাজারের অসার ও কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রায় ৫০ বৎসর যাবত জগতের সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু মূল্যবান ও সুফলপ্রদ পরীক্ষিত দ্রব্য। বর্ত্তমানে লোকে যা, তা ক্রয় করিয়া নিষ্ফল হন, সেইজন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে পরীক্ষা করুন, কখনই নিষ্ফল হইবেন না।

১। অমৃতার্ণব অবলেহ—ইহা মনের অবসাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মস্তিস্ক ক্লান্তি দূর করে ; জীবনীশক্তি শুক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখনই বিফল হয় না। কুড়ি তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র।

২। আরোগ্যবর্দ্ধিনী বটীকা—যে কোন প্রকারের জ্বর নিবারণ করিতে সক্ষম। প্রতি কৌটা ১৲ টাকা মাত্র।

৩। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নাশক। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় ও কোন ব্যাধিতে আক্রমণের ভয় থাকেনা। প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

৪। মনি তৈল—ইহা মস্তিস্ক শীতলকারক, শরীরের দুর্ব্বলতা নাশক, হাত পা জ্বালা নিবারক, মস্তিস্ক ঘূর্ণন বিদূরিত কারক ও গন্ধে অতুলনীয় ; ইহা বাজারের অসার পদার্থ নহে। প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

অন্যান্য বিষয় জানিবার জন্য "সুখপথ প্রদর্শক" বইখানির জন্য পত্র লিখুন। বিনামূল্যে পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—

**আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## সুরমা

### ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

### সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

### জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

### মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

**কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।**

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

## ইলেক্‌ট্রিক সলিউসন্




মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডাঃ ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

## বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

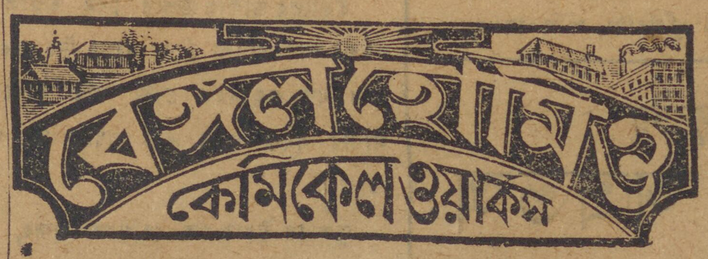

পরীক্ষিত ঔষধাবলী

কষ্টিক

বসন্তের প্রতিষেধক।

পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।

বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।

লুং—হাঁপানীর উপকারী।

হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে

মূল্য প্রতি ড্রাম ।৹ আনা।

### দেহে ছুরী বসান আর আবশ্যক হইবে না।

### সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, টুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী এবং শরীরের যে কোন স্থানের ফোড়া, ভগন্দর প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন। প্রারম্ভে লাগাইলেই বসিয়া যায় এবং বিলম্বে লাগাইলেই ফাটাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ-রূপে রোগমুক্ত করে। এ বৎসর কংগ্রেস একজিবিসনে ও অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে বহু সংখ্যক খ্যাতনামা ডাক্তার-গণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র ; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে ॥৶৹ "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে ১।৹

দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালীন" সেবনে ১৲, কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে ।৶৹

"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে ১৲, নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে ॥৹

**সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

৶৹ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে নমুনা দিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত